مَعْرُوف

মা’রূফ

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ।

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ” مَعْرُوف মা’রূফ” এ শব্দের তিন অক্ষর বিশিষ্ট মূল হচ্ছে ع ر ف

পবিত্র কোরআনে এ শব্দটি ৩৫টি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।

এর মধ্যে মহিলাদের(স্ত্রীদের) অধিকার সংক্রান্ত আয়াতই রয়েছে ১৭টি। বাকী ১৮টি আয়াত অন্যান্য ৯টি বিষয়ে কোরআনে এসেছে।

অন্যান্য বিষয়গুলো হচ্ছে সম্পত্তির অসিয়ত,কিসাস(হত্যার শাস্তি) কল্যাণ ও ভালো কাজের আহ্বান করা/ আদেশ দান, এতিমদের অধিকার, সুন্দর ও উপদেশমূলক কথা, ভালো কাজের গোপন পরামর্শ, পিতামাতা আল্লাহর বিরোধী হলেও তাদের সাথে সুন্দরভাবে বসবাস, বন্ধুদের প্রতি আনুকল্য , মুনাফিকরা মন্দ কাজের আদেশ করে।

নারীদের / স্ত্রীদের অধিকার সংক্রান্ত মা’রূফ শব্দের অর্থ ন্যায়সঙ্গতভাবে /পদ্ধতিতে , ন্যায়সঙ্গত পরিমাণে, যুক্তি সঙ্গত পরিমাণে, সমন্বিত পন্থায়, প্রচলিত বিধি মোতাবেক, প্রচলিত সঙ্গত পরিমান, ভদ্রোচিত, সম্মানজনকভাবে , প্রচলিত ন্যায্য নিয়মে , যথাযথ কথা বলা, ভালো কাজের নির্দেশ, প্রচলিত উত্তম পন্থায় ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

১। ২/২২৮= স্বামীর উপর নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ২২৮

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ
يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَ
لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

এবং তালাক্বপ্রাপ্তাগণ তিন ঋতু পর্যন্ত আত্মসংবরণ করে থাকবে; এবং যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তবে আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ হবে না; এবং এর মধ্যে যদি তারা সন্ধি কামনা করে তবে তাদের স্বামীই তাদেরকে প্রতিগ্রহণ করতে সমধিক স্বত্ববান; আর নারীদের উপর তার যেরূপ স্বত্ব আছে নারীদেরও তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত স্বত্ব আছে এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে; আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

২। ২/২২৭= দুইবার তালাক দেয়ার পর হয় ন্যায়সঙ্গতভাবে স্ত্রী হিসাবে রাখবে নতুবা সদয় পদ্ধতিতে বিদায় করবে।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ২২৭

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

পক্ষান্তরে যদি তারা তালাক দিতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকে, তাবে নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

৩। ২/২৩১ = যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে তারপর তারা যখন ইদ্দত পূর্ণ করার কাছাকাছি পৌছবে, তখন হয় ন্যায়সঙ্গতভাবে স্ত্রী হিসাবে রেখে দাও নতুবা ন্যায়সঙ্গতভাবে মুক্ত করে দাও।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ২৩১

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ
سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَ لَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَ مَنْ
يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَ لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۟ وَّ اذْكُرُوْا
نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ
يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۳۱﴾

এবং তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও ,আর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তাদেরকে ভালোভাবে রাখতে পার অথবা ভালোভাবে পরিত্যাগ করতে পার এবং তাদেরকে যন্ত্রণা দেয়ার জন্যে আবদ্ধ করে রেখ না, তাহলে সীমালঙঘন করবে; আর যে ব্যক্তি এরূপ করে সে নিশ্চয়ই নিজের প্রতি অবিচার করে থাকে এবং আল্লাহর বিধি-বিধানকে বিদ্রূপাচ্ছলে গ্রহণ করো না আর তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং তোমাদেরকে উপদেশ দানের জন্যে গ্রন্থ ও হিকমত

(সুন্নাত) হতে যা অবতীর্ণ করেছেন তা স্মরণ কর, আর আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে , আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

৪। ২/২৩২= স্ত্রীদের (দুই) তালাক দেয়ার পর যখন তারা ইদ্দত পূর্ণ করে নেয়, তখন তাদেরকে তাদের স্বামীদের পুনরায় বিয়ে করতে বাধা দিও না যদি তারা ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে পরস্পরকে বিয়ে করতে রাজি হয়।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ২৩২

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ
يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ
بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى
لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۲﴾

এবং যখন তোমরা স্ত্রী লোকদের তালাক দাও , তৎপর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তারা উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি বিহিতভাবে সম্মত হয়ে থাকে, সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজ স্বামীদেরকে বিয়ে করতে গেলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করো না; তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এর দ্বারা তাদেরকেই উপদেশ দেয়া হচ্ছে; তোমাদের জন্যে এটা শুদ্ধতম ও পবিত্রতম(ব্যবস্থা) এবং আল্লাহই পরিজ্ঞাত আছেন আর তোমরা কিছুই জানো না।

৫। ২/ ২৩৩= (তালাকের পরও) দুধ খাওয়ানোর জন্য পূর্ণ মেয়াদ পূরণ করতে হলে , পিতার দায়িত্ব বাচ্চাদের মায়ের খাওয়া পরার ব্যায়ভার বহন করা ন্যায়সঙ্গত পরিমাণে।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ২৩৩

وَ الْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ؕ وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا
تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ
بِوَلَدِهٖ ۚ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَ اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ
تَسْتَرْضِعُوْۤا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّاۤ اٰتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۳۳﴾

এবং যে কেউ স্তন্যপানের কাল পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে, তার জন্যে জননীগণ পূর্ণ দু'বছর স্বীয় সন্তানদেরকে স্তন্য দান করবে,আর সন্তানের জনকগণ বিহিতভাবে প্রসূতিদের খোরাক ও পোষাক দিতে বাধ্য; কাউকেও তার সাধ্যের অতীত কার্যভার দেয়া হয় না, নিজ সন্তানের কারণে জননীকে এবং নিজ সন্তানের কারণে জনককে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলবে না এবং উত্তরাধিকারীগণের প্রতিও একই ধরণের বিধান; কিন্তু যদি তারা পরস্পর পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে স্তন্য ত্যাগ করাতে ইচ্ছে করে, তবে উভয়ের কোন দোষ নেই; আর তোমরা যদি নিজ সন্তানদেরকে স্তন্য পানের জন্যে সমর্পন করতঃ বিহিতিভাবে কিছু প্রদান কর তাহলেও তোমাদের কোন দোষ নেই এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে , তোমরা যা করছো আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।

৬। ২/২৩৩= দুধ মা দ্বারা দুধ পাণ করালে (দুধ মাকে) ন্যায়সঙ্গতভাবে বিনিময় পরিশোধ করতে হবে।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ২৩৩

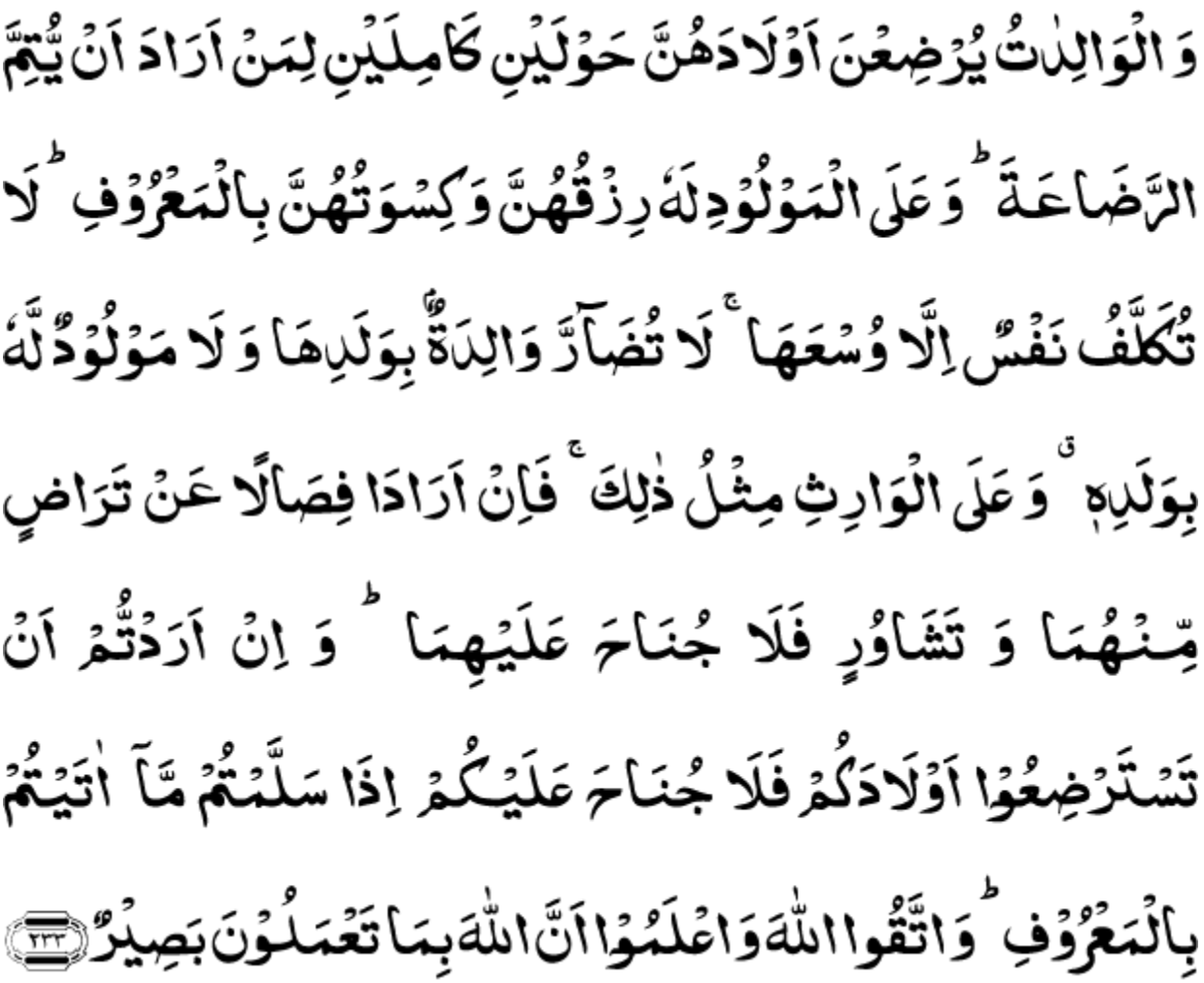
وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا
تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ
بِوَلَدِهٖ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ
تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

যে কেউ স্তন্যপানের কাল পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে, তার জন্যে জননীগণ পূর্ণ দু'বছর স্বীয় সন্তানদেরকে স্তন্য দান করবে,আর সন্তানের জনকগণ বিহিতভাবে প্রসূতিদের খোরাক ও পোষাক দিতে বাধ্য; কাউকেও তার সাধ্যের অতীত কার্যভার দেয়া হয় না, নিজ সন্তানের কারণে জননীকে এবং নিজ সন্তানের কারণে জনককে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলবে না এবং উত্তরাধিকারীগণের প্রতিও একই ধরণের বিধান; কিন্তু যদি তারা পরস্পর পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে স্তন্য ত্যাগ করাতে ইচ্ছে করে, তবে উভয়ের কোন দোষ নেই; আর তোমরা যদি নিজ সন্তানদেরকে স্তন্য পানের জন্যে সমর্পন করতঃ বিহিতিভাবে কিছু প্রদান কর তাহলেও তোমাদের কোন দোষ নেই

এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রেখ যে , তোমরা যা করছো আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।

৭। ২/ ২৩৪ = স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে চার মাস দশদিন ইদ্দতকাল পূর্ণ হলে বিধবা প্রচলিত ন্যায়সঙ্গত পন্থায় নিজেদের ব্যাপারে (বিয়ে করার বা না করার) সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ২৩৪

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ,তারা(বিধবারা) চারমাস দশদিন প্রতীক্ষা করবে ; অতঃপর যখন তারা স্বীয় নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয় তখন তারা নিজেদের সম্বন্ধে বিহিতভাবে যা করবে ,তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই এবং তোমরা যা করছো তদ্বিষয়ে আল্লাহ সম্যক খবর রাখেন।

৮। ২/ ২৩৬ = সহবাস করার পূর্বে এবং মোহরানা ধার্য না করা অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে সচ্ছল ব্যক্তি সচ্ছলতা অনুযায়ী দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ-সামগ্রী দেবে।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ২৩৬

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَّ مَتِّعُوهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করেই অথবা তাদের প্রাপ্য নির্ধারণ করার আগেই তালাক প্রদান কর তবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই এবং তোমরা তাদেরকে কিছু সংস্থান করে দেবে, অবস্থাপন্ন লোক নিজের অবস্থানুসারে এবং অভাবগ্রস্ত লোক তার অবস্থনুসারে বিহিত সংস্থান (করে দেবে), সৎকর্মশীল লোকদের উপর এই কর্তব্য।

৯। ২/২৩৫= (ইদ্দত চলাকালে বিধবা) নারীদের বিয়ের প্রস্তাব দেয়া যাবে) তবে প্রচলিত সমর্থিত পন্থায় কথাবার্তা বলতে পারবে। তবে বিয়ে করতে পারবে না।

সুরা ২ বাকারা ,আয়াতঃ ২৩৫

وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ
اَكْنَنْتُمْ فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَ لٰكِنْ
لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّاۤ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ؕ وَ لَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ
النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْۤ
اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۲۳۵﴾

এবং তোমরা স্ত্রীলোকদের প্রস্তাব সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে যা ব্যক্ত কর অথবা নিজেদের মনে গোপনে যা পোষণ করে থাক তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমরা তাদের বিষয় আলোচনা করবে; কিন্তু গুপ্তভাবে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করো না; বরং বিহিতভাবে তাদের সাথে কথা বল এবং নির্ধারিত সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার সংকল্প করো না এবং এটাও জেনে রেখো যে ,তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা পরিজ্ঞাত। অতএব তোমরা তাঁকে ভয় করো এবং জেনে রেখো আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

১০। ২/২৩৭= মোহরানা ধার্য হয়েছে কিন্তু সহবাসের পূর্বে তালাক দেয় তবে ধার্যকৃত মোহরানার অর্ধেক তাকে দিতে হবে তবে পুরো দেয়া তাকওয়ার জন্য নিকটতম।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ২৩৭

وَ اِنۡ طَلَّقۡتُمُوۡهُنَّ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ تَمَسُّوۡهُنَّ وَ قَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ
فَرِيۡضَةً فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ اِلَّاۤ اَنۡ يَّعۡفُوۡنَ اَوۡ يَعۡفُوَا الَّذِىۡ بِيَدِهٖ
عُقۡدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَ اَنۡ تَعۡفُوۡۤا اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰى ؕ وَ لَا تَنۡسَوُا الۡفَضۡلَ
بَيۡنَكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ﴿۲۳۷﴾

আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্ধারণ করে থাক, তবে যা নির্ধারিত করেছিলে তার অর্ধেক; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে কিংবা যার হাতে বিবাহ বন্ধন সে ক্ষমা করে অথবা তোমরা ক্ষমা কর তবে এটা আল্লাহ ভীতির অতি নিকটবর্তী এবং পরস্পরের উপকারকে যেন ভূলে যেও না; তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।

১১। ২/২৪০= স্বামীর মৃত্যুর পর একবছর তাকে স্বামীর বাড়ী থেকে বের করা যাবে না তার ব্যয়ভার বহন করতে হবে তবে স্ত্রী যদি নিজেই চলে যেতে চান বাধা নেই। প্রচলিত বিধি মোতাবেক নিজেদের ব্যপারে সিদ্ধান্ত নিতে বাধা নেই।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ২৪০

وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖ وَّصِيَّةً
لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَ اللّٰهُ
عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾

এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও পত্নীগনকে ছেড়ে যায় তারা যেন স্বীয় পত্নীগনকে বহিষ্কৃত না করে এক বছর পর্যন্ত তাদেরকে ভরণ-পোষণ প্রদান করার জন্যে অসিয়ত করে যায়; কিন্তু যদি তারা (স্বেচ্ছায়) বের হয়ে যায়, তবে নিজেদের সম্বন্ধে বিহিতভাবে তারা যে ব্যবস্থা করে তজ্জন্যে তোমাদের কোন দোষ নেই; এবং আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত এবং মহা প্রজ্ঞাময়।

১২। ২/২৪১= যে সব নারীকে তালাক দেয়া হয় তাদেরকে প্রচলিত সংগত পরিমাণ অর্থ সামগ্রী দেয়া উচিত।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ২৪১

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾

আর তালাকপ্রাপ্তদের জন্য বিহিতভাবে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা আল্লাহ ভীরুগণের কর্তব্য।

১৩। ৪:১৯= তাদের (স্ত্রীদের) সাথে ভদ্রোচিত ও সম্মানজনক ভাবে বাস করো।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ১৯

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ۭ وَلَا
تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ
فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـــًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

হে মু'মিনগণ! এটা তোমাদের জন্যে বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার কিয়দাংশ গ্রহণের জন্যে তাদেরকে প্রতিরোধ করো না এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে অবস্থান কর; কিন্তু যদি পাপ অনুভব কর তবে তোমরা যে বিষয়ে দোষিত মনে কর আল্লাহ সেটাকে প্রচুর কল্যাণকর করতে পারেন।

১৪। ৪:২৫= (মু'মিন দাসীদের বিয়ে করার বিধান) পরিশোধ করে দাও তাদের মোহরানা প্রচলিত ন্যায্য নিয়মে।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ২৫

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ
فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ
اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّ
لَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾

আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মু'মিনা ও স্বাধীনা রমণীকে বিয়ে করার শক্তি-সামর্থ না রাখে , তবে তোমাদের দক্ষিণ হাত যার অধিকারী - সেই ঈমানদার দাসী । আল্লাহ তোমাদের ঈমান বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন, তোমরা একে অপর হতে সমুদ্ভূত, অতএব তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে ব্যভিচারিণী ও গুপ্ত প্রেমিকা ব্যতীত সতী-সাধ্বীদেরকে বিয়ে কর এবং তাদেরকে নিয়ম অনুযায়ী মোহর প্রদান করবে। অতএব যখন তারা বিবাহবদ্ধ হয় ,তৎপর যদি তারা ব্যভিচার করে, তবে তাদের প্রতি স্বাধীনা নারীদের শাস্তি অর্ধেক, এটা তাদেরই জন্যে তোমাদের মধ্যে যারা দুষ্কার্যকে ভয় করে এবং যদি তোমরা বিরত থাক, তবে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল , করুণাময়।

১৫। ৩৩:৩২=(নবীর স্ত্রীদের বলা হচ্ছে) পর পুরুষের সাথে প্রচলিত পন্থায় যথাযথ কথা বলো।

সুরা ৩৩ আহযাব, আয়াতঃ ৩২

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ

بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۚ﴿۳۲﴾

হে নবী-পত্নীরা !তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে (পর পুরুষের সাথে) মিষ্টি কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে , সে খারাপ ইচ্ছা পোষণ করে এবং তোমরা উপযোগী কথা বলবে।

১৬। ৬০:১২= রাসুলের কাছে নারীদের বাইয়াত গ্রহণের অনেক শর্তের মধ্যে একটা শর্ত, তারা ভালো কাজে তোমার (রাসুলের) নির্দেশ অমান্য করবে না।

সুরা ৬০ মুমতাহিনাহ, আয়াতঃ ১২

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ

بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّ لَا يَسْرِقْنَ وَ لَا يَزْنِيْنَ وَ لَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَ لَا

يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَ اَرْجُلِهِنَّ وَ لَا

يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

হে নবী(সঃ) মু'মিন নারীরা যখন তোমার নিকট এসে বায়'আত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না , ব্যভিচার করবে

না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না, এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করবে না তখন তাদের বায়'আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

১৭।৬৫:২=(তালাক সংক্রান্ত বিধান) যখন তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ হয়ে আসবে ,তখন প্রচলিত উত্তম পন্থায় তাদের রেখে দেবে নতুবা প্রচলিত উত্তম পন্থায় তাদের বিদায় করে দেবে।

সুরা ৬৫ তালাক্ব, আয়াতঃ ২

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

যখন তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছে যায় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে নাহয় তাদেরকে যথাবিধি বিচ্ছিন্ন করে দিবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে ; তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিয়ো। এটা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দিবেন।

১৮।.৬৫:৬(সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তালাকের পরেও)তোমরা প্রচলিত উত্তম পন্থায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে।

সুরা ৬৫ তালাক্ব, আয়াতঃ ৬

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَ
أْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ۝٦

তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যে স্থানে বাস কর তাদেরকে সে স্থানে বাস করতে দিয়ো; তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না সংকটে ফেলার জন্যে, তারা গর্ভবতী থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্যে ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে ; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা কোরআন ও সহীহ হাদীসের প্রতিটি জিনিস মান্য করা এবং সে মোতাবেক কাজ করা মুসলমান/মুমিনদের অবশ্যকর্তব্য। অন্যথায় আমরা গুনাহগার হবো এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা শাস্তির সম্মুখীন হবো। দুনিয়াতে শাস্তি না দিলেও আল্লাহ আখেরাতে আমাদের শাস্তি দান করবেন। নারী ও স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের বিধান জানা আমাদের কর্তব্য। সে মোতাবেক আ'মল করার তৌফিক আল্লাহ আমাদের দান করুণ। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....